।প্র।ব।ন্ধ।

প্রবাসে বাংলা সাহিত্যচর্চা : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ফজলুল আলম

বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে সরল মনে হলেও, আসলেই কী তাই? আমার ধারণায় বিষয়টির বিস্তৃতি, গুণাবলী ও চরিত্র নির্ণয়ে সমস্যা আছে। প্রবাসে বাংলাভাষায় কিছু লিখলে ও প্রকাশিত হলেই কী সেটা সাহিত্য হিসাবে গৃহীত হবে? বাংলা ভাষায় না লিখে কেউ যদি বিদেশী ভাষায় বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে প্রকাশনা করেন, সেটাকে তো ফেলতে পারছি না। বিদেশে অনেক বাংলা পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়. তাতে সাহিত্য পাতাও থাকে – সেসব কতটা সাহিত্য চর্চার অনুগামী? বিদেশে বাংলা সাহিত্য চর্চা যদি শুধুমাত্র ঢাকা-কোলকাতা কেন্দ্রিক হয়, তাহলে সেটার কোন অংশকে প্রবাসের সাহিত্য চর্চা বলব? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যে প্রবাসে বাংলা সাহিত্য চর্চার মধ্যে বাঙালির অন্তস্থ সংস্কৃতিগত পার্থক্য নির্ধারণ করা সম্ভব কি? প্রবাসের বাংলা সাহিত্য চর্চা কি বাংলাভাষি ভূখণ্ডের সাহিত্য চর্চা থেকে বিচ্ছিন্ন হিসেবে স্বীকৃত হবে? এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর পরেও আরো কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত করা যায়, যেমন প্রবাসের বাংলা সাহিত্য চর্চায় শিক্ষায়তনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পঠন কি 'চর্চা' বলা যাবে?

উপরের এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অনেকেই দিতে পারবেন, হয়তো সে-সব আরো তর্কের জন্ম দিবে। সে-সব তর্কে মতানৈক্য প্রকাশ পেলেও আর কোনও সমস্যা থাকবে না। তবে আমার মনে আরও প্রশ্ন জাগছে– বাঙালি লেখক কর্তৃক রচিত অভিবাসিত সাহিত্য (Diaspora literature Ñ আমার বাংলা অনুবাদ) কী প্রবাসের বাংলা সাহিত্য বলে গণ্য হবে? প্রশ্নটা জটিল কারণ অভিবাসিত সাহিত্যের সংজ্ঞায় প্রবাসে লেখকের মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য গণ্য করা হয় না।

বিষয়টির উদ্ভব ও দলিল করণ

আমরা জানি যে প্রবাসে অর্থাৎ মূল বাংলাভাষি ভূখণ্ডের বাইরে যে ভৌগোলিক-রাজনৈতিকভাবে ভিন্ন অ-বাংলা পৃথিবী আছে সেখানে বাংলাভাষায় গল্প কবিতা নাটক রচনা প্রবন্ধ নিবন্ধ প্রতিবেদন এমন কী উপন্যাস পর্যন্ত লেখা হচ্ছে। সে-সব রচনা অ-বাংলা দেশগুলো থেকে এবং কখনও কখনও বাংলা ভূখণ্ড থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। বিভিন্ন কারণে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে চলে যাওয়া প্রবাসী বাঙালিরা এই সব দেশে বসবাস করছেন এবং তারাই মূলত বাংলাভাষায় লেখালেখি করেন। আরো দেখা গেছে যে বেশ কিছু অ-বাঙালিও বাংলা শিখে বাংলায় লেখালেখি করেন। মনে হয় এই সব কর্মকাণ্ডগুলোকে *প্রবাসে বাংলা সাহিত্য চর্চা* বলে অভিহিত করা হয়। প্রবাসে কে কী লিখেছেন, কোথায় ও কবে প্রকাশিত হয়েছে ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত একটা তালিকা নিশ্চিতভাবে এই সাহিত্য চর্চার দলিল হিসেবে ইতিহাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে এবং গবেষণার কাজে লাগবে। কয়েকজন এসব দিকে এগিয়ে এসেছেন, যেমন, *বিলাতে বাংলা সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা (১৯১৬-২০০১)*[১] এনেছেন। যদিও সাহিত্যচর্চা এবং সাংবাদিকতা এক বিষয় নয়, সংবাদপত্র সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে সর্বদাই অগ্রণী ভুমিকা রাখে। সংবাদপত্রের সাহিত্য পাতা ছাড়াও বিভিন্ন সাহিত্যের খবর সেসবে পরিবেশিত হয়। লণ্ডনের বাংলা সাহিত্য পরিষদের সম্মেলনে (অনিয়মিত) স্মরণিকায় বিলাতের বাংলা সাহিত্যচর্চার রূপরেখা পর্যালোচনা করেছেন।[২] লণ্ডনের বাংলা সাহিত্য পরিষদের কর্মকাণ্ড ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ও ক্যানাডায় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অবশ্যই বর্তমান বিষয়ে প্রসঙ্গিক। শুধু বিলাতে ও উত্তর আমেরিকায় নয়, পৃথিবীর অন্য যেখানেই বাঙালি স্থায়ী বা অস্থায়ী হয়ে গিয়েছে সেখানেই অর্থনৈতিক সুবিধা পেলে তারা সাহিত্য/সংস্কৃতিমূলক কর্মকাণ্ডের আয়োজন করে ও নিজেদের মতো করে প্রবাসে বাংলা সাহিত্য/সংস্কৃতির বজায় রাখার প্রয়াস গ্রহণ করে।

বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য – প্রবাসে বাংলা সাহিত্যচর্চার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

এই প্রবন্ধে আমি তালিকা ও দলিল প্রস্তুত সম্পর্কে জোর না দিয়ে পুরো বিষয়টার তত্ত্বগত দিকটা আলোচনা করতে চাই, কারণ কোন কাঠামোতে বিষয়টির উপর গবেষণা হওয়া প্রয়োজন তা পূর্বেই নির্ধারণ করা শ্রেয়। প্রথমে আমাদের প্রয়োজন একটা প্রত্যয়গত কাঠামো (ইংরেজিতে Conceptual framework-কনসেপচুয়েল ফ্রেমওয়ার্ক) বেছে নেওয়া এবং কেন সেই কাঠামো বেছে নেওয়া হল তার কারণ ব্যাখ্যা করা। এই কারণ ব্যাখ্যা করতে গেলে প্রথমে বিষয়টি অন্য যে-সব প্রত্যয়ের সাথে সম্পৃক্ত সে-সব জানা প্রয়োজন হয়। ইংরেজিতে এটাকে প্রবলেমেটিক (problematic) আখ্যা দেওয়া হয়েযছে – সমাজ বিজ্ঞানে প্রবলেমেটিকের অর্থ সাদামাটা অনুবাদের চেয়ে ভিন্ন । এতে ধারণা করা হয় যে সামাজিক জ্ঞানের তত্ত্ব ও প্রত্যয়সমূহ কোনটাই একক ও বিচ্ছিন্নভাবে থাকে না – সবই অন্য অনেক তত্ত্বের সঙ্গে কাঠামোগতভাবে সম্পৃক্ত।[৩]

বর্তমান বিষয়ের প্রবলেমেটিক হিসেবে তিনটি সমাজ বিজ্ঞান তত্ত্ব উল্লেখ করা যেতে পারে। সেগুলো হল ঔপনিবেশিকতার তত্ত্ব, পুঁজিবাদের তত্ত্ব, এবং অভিবাসন তত্ত্ব (স্বেচ্ছা-অভিবাসন[৪]–voluntary migration ও রাজনৈতিক অভিবাসন[৫] একত্রে)। এগুলো ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা গেলেও প্রবাসে বাংলা সাহিত্য বিষয়ে এগুলো অবশ্যই একাঙ্গিভুত হয়ে একাকার হয়ে গেছে। এই তিনটি ভিন্ন তত্ত্ব সাহিত্যচর্চার সাথে কী ভাবে সম্পর্কিত তা সরল চোখে দেখা যাওয়ার কথা নয়।

স্বাভাবিকভাবেই আমরা বর্তমান সময়ের কথা বলছি – বর্তমান সময় এখানে যুদ্ধোত্তর

সময় বলব। ১৯৫০এর শেষভাগে ব্রিটেন ও ইউরোপের শ্রমিক ঘাটতি মিটাতে তারা অতীতের উপনিবেশ দেশগুলোর অতীতের শোষিত জনগোষ্ঠিকে টার্গেট করে (নানা রাজনৈতিক-সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক কারণে)। হল্যান্ড ডাক দেয় ইন্দোনেশিয়া ও সুরিনামের জনগণকে, ব্রিটেন যায় ভারতবর্ষ-আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে ও পূর্ব এশিয়ায়, ফ্রান্স যায় উত্তর আফ্রিকা আলজেরিয়ায়, জার্মানদের উপনিবেশ না থাকার জন্য তারা মধ্য ইউরোপের দরিদ্র দেশ তুরস্কে যায়। উত্তর আমেরিকায় ক্যানাডা ব্রিটেনের পথ অনুসরণ করে, যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে দাসত্ব থেকে মুক্ত ও দরিদ্র দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোতে গিয়ে পরে ভারতবর্ষ, পূর্ব এশিয়া থেকে অভিবাসনে উৎসাহ যোগায়।[৬]

এই যুদ্ধোত্তর সময়ে যত বাঙালি বিদেশ গমন করেছে তার আগে তেমন সংখ্যক অভিবাসন হয় নি। এক হিসাবে শুধুমাত্র ইংল্যান্ডেই কমপক্ষে এক কোটি অর্থাৎ দশ মিলিয়ন বাঙালি বসবাস করে (বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মিলে), এবং উত্তর আমেরিকায় কমপক্ষে পাঁচ মিলিয়ন বাঙালি আছে – এছাড়া মধ্যপ্রাচ্য, পূর্বএশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ডেও প্রচুর বাঙালি স্থায়ী অস্থায়ীভাবে চলে গেছে।[৭]

এই সব দেশে গিয়ে সব বাঙালিই বাংলা সাহিত্যচর্চায় পারঙ্গম হবে তা আশা করা যায় না, কারণ অভিবাসী বাঙালিদের মধ্যে শিক্ষিত বাঙালির সংখ্যা প্রথম পর্যায়ে সামান্যই ছিল, অবশ্য বিনোদনমূলক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে শিক্ষা অপরিহার্য নয় বিধায় সবাই উৎসাহিত ছিল। তবুও তথাকথিত "উচ্চ" সংস্কৃতি ও "নিম্ন" সংস্কৃতির পার্থক্য বাঙালিদের মধ্যে দেশের সামাজিক বিভাজন পুনঃস্থাপন করে ফেলেছে অতি সহজে। এই অতীত বিভাজনকে পুঁজিবাদ আরো জোরদার করে শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে।

পুঁজির ক্ষমতা প্রবল, সে প্রথমত এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে প্রবাসী বানিয়েছে এই বলে, 'এসো তোমার জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের সুযোগ গ্রহণ কর', 'তোমাকে কেউ জোর করছে না', 'তুমি স্বেচ্ছায় অভিবাসন করছ '। অভিবাসনের ক্ষেত্রে এই তিনটা বক্তব্যই কিন্তু উন্নত বিশ্বের তিনটি সবচেয়ে বড় মিথ্যা – এখানে কেউ বলছে না 'তোমাদেরকে আমাদের ভয়ঙ্করভাবে প্রয়োজন'। ইচ্ছা থাকলেই যে একজন অভিবাসন করতে পারে না সেটা স্পষ্ট – যে দেশে গমন করা হবে সেই দেশের ইচ্ছা ও প্রয়োজনটাই অভিবাসন ঘটাতে পারে।

অভিবাসী জনগোষ্ঠী কতকগুলি বিষয়ে সাধারণত এক মতের হয় – সেটা হল প্রবাসে যত বেশি সম্ভব অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধা পাওয়া। ভুলে গেলে চলবে না অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত দেশগুলো থেকে উন্নত দেশে তথাকথিত স্বেচ্ছা-অভিবাসনে ব্যক্তিগত প্রবৃদ্ধি অর্জনই মূল উদ্দেশ্য হওয়া স্বাভাবিক – এই প্রবৃদ্ধি শুধু ধনে নয়, শিক্ষায়ও হতে পারে। অধিকাংশ প্রবাসী অভিবাসনের পূর্বে তাদের "সামাজিক সম্পর্কে"র[ররর] ক্ষেত্রে অসহায় অবস্থানে ছিল। প্রবাসে ধনসম্পত্তিতে এবং/অথবা শিক্ষায় প্রবৃদ্ধি অর্জন করে তারা স্বদেশে ফিরে "সামাজিক সম্পর্কে"র ক্ষেত্রে অতীতের অসহায় অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে চায়। কিন্তু তারা জানে না যে অতীতের সেই "সামাজিক সম্পর্ক" শুধু টাকাপয়সা আর ডিগ্রি দিয়ে পরিবর্তিত করা যায় না। এই সমাজের সম্পর্কগুলোতে পরিবর্তন আনতে গেলে পুরো আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ভেঙ্গে ফেলার প্রয়োজন হবে। অপর দিকে অভিবাসন তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে, স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপনে তারা অভ্যস্ত হয়ে যায়, সেই সঙ্গে সন্তানসন্ততিদের ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে ফেরা আর হয় না। তখন তারা সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্প চর্চার মাধ্যমে তাদের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মিটাতে চায়। এসবে তারা কতটা উৎকৃষ্ট চর্চা করতে পারবে তা নির্ভর করে প্রবাসীর অতীত শিক্ষাদীক্ষার পরিধির আকার ও প্রকারের উপর। মনে হয় অতীতে অর্থাৎ প্রবাসীত্ব গ্রহণের পূর্বে স্বীয় দেশের সাহিত্য চর্চার সঙ্গে যাদের সম্পৃক্ততা ছিল তারাই এগিয়ে যেতে পারে ও সেটাই আমরা প্রবাসে বাংলা সাহিত্যের চর্চার ধারায় প্রতিফলিত হতে দেখছি। নতুন যাদের দেখি তাদের প্রায় সবারই মূল শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট দেশেরই। তারা আর কতদিন চালিয়ে যাবেন, এবং তাদের চলমানকালে নতুন প্রজন্ম উৎসাহিত হলেও তারা যে এগোতে পারবে তা মনে হয় না। কারণ প্রবাসে সাহিত্য চর্চা হচ্ছে কিন্তু তা একটি ভাষা কেন্দ্রিক হয়ে থাকে না– বিশেষত সেই ভাষার উপর দক্ষতা অর্জনের সুবিধা না থাকলে।

প্রবাসে সাহিত্যচর্চা আইডিয়লজিকেল হয়ে ওঠে কেন

এখানে শুরুতে আইডিয়লজি শব্দটার ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন মনে করি। আইডিয়লজি আদর্শ সংক্রান্ত বিষয় নয় – শব্দটি নেতিবাচক। ক্ষমতাসীনদের সুবিধার্থে অথচ সে কথা না বলে যে সকল কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয় ও মতবাদ প্রচার করা হয় সেসকল কর্মকাণ্ড ও মতবাদকে আইডিয়লজিকেল বলা হয়, অর্থাৎ ক্ষমতাসীনদের স্বার্থরক্ষা করা এসবের প্রধান উদ্দেশ্য।[৮] উপরে আমরা দেখেছি কী ভাবে উন্নত দেশে শ্রমিক আমদাইনর জন্য সেখানের ক্ষমতাধারীগণ বাকচাতুরীর আশ্রয় নিয়েছিল। সেটা অবশ্যই আইডিয়লজিকেল ছিল – কারণ সে-সব বক্তব্যে শ্রমিকদের বলা হয় নি যে প্রয়োজনটা আসলে কার!

এ অবস্থায় যে ব্যক্তি অভিবাসনে অংশগ্রহণ করেছে সে-ই দ্বৈত মনোভাবে ঘুরপাক খেয়েছে। স্বদেশে বিত্তে উন্নতির আশা নেই, ফলে অসম শ্রেণী-বিভাজিত সমাজের নির্দিষ্ট স্তর থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার আশা ক্ষীণ। এই অসম সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের কোন পথ তার জানা নেই – ফলে-সে অভিবাসনে নেমেছে। কিন্তু কোথায়? যে সামন্তবাদ, ঔপনিবেশিকতা ও পুঁজিবাদ সেই অসম সমাজ ব্যবস্থাকে জন্ম দিয়ে লালনপালন করে চলছে সেই সামন্তবাদ, ঔপনিবেশিকতা ও পুঁজিবাদের সেবাদাস হয়ে সে নিজের মর্যাদা ফিরে পেতে চায়! উন্নত দেশে সমাজকল্যাণ ব্যবস্থার নামে যে মরীচিকা সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে সেখানে এক চরম বিভ্রান্তির মধ্যে বিচরণ করে সে মনে করে এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। দেশে ফেরার পথ যেটুকু ছিল সেটাও সে নিজের মনোভাব পরিবর্তন করে বন্ধ করে দেয়।

তারপরেও দেশের জন্য তাদের মন কাঁদে – সেটাই প্রবাসীত্বের লক্ষণ, কারণ বিদেশের নাগরিকত্ব পেলেও সে মনে প্রাণে দেশের সন্তান রয়ে গেছে। প্রথম প্রজন্মের প্রবাসীদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (নিচে ঝুম্পা লাহিড়ী সম্পর্কে ইংরেজি উদ্ধৃতি দেখুন) সম্পর্কে খুব একটা মতভেদ নাই। প্রথম প্রবাসীদের এক নিরাশ জনগোষ্ঠী বলে আখ্যা দেওয়া অত্যুক্তি হবে না। পুঁজিবাদী দেশে এই নিরাশ কিন্তু পুঁজিবাদী মতবাদে পরিবর্তিত জনগোষ্ঠীর শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা-যে আইডিয়লজিকেল হয়ে উঠবে সেটাই স্বাভাবিক। এমন না যে তারা সে দেশের প্রতিষ্ঠানগত বৈষম্য ও অবহেলার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় না – তারা ঠিকই মানবিক বিষয়ে, ন্যায় বিচারে, বর্ণবাদ, নারী অধিকার, পরিবেশ আন্দোলন – এসবে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু সে-সব স্লোগান কোনটাই পুঁজিবাদের বিরোধিতা করে না। ফলে সে-সবও আইডিয়লজিকেল হয়ে ওঠে। তারা যদি কোন সাহিত্য রচনা করে তবে সে-সব আইডিয়লজিকেল হয়ে উঠবেই। (এই বক্তব্য বর্তমান সময়ের সাহিত্য সম্পর্কে প্রযোজ্য বলা যেতে পারে – শুধু প্রবাসের সাহিত্য সম্পর্কে নয়।)

কিছু পূর্বে লিখেছি যে প্রবাসীত্ব গ্রহণের পূর্বে বাংলায় দেশের সাহিত্য চর্চার সঙ্গে যাদের সম্পৃক্ততা ছিল, তারাই প্রবাসে সাহিত্যচর্চা করে যাচ্ছেন। একটু লক্ষ করলে বোঝা যাবে তারাও এখন ক্ষমতাসীনদের স্বার্থ বজায় রেখে লিখছেন। সমালোচনা করছেন ঠিকই কিন্তু সেটা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভাঙার জন্য নয় (মুখে বললে বা লিখলেও)।

অভিবাসিত সাহিত্য – Diaspora literature

শুরুতে আমি প্রশ্ন তুলেছি অভিবাসিত সাহিত্য – Diaspora literatureকে কী স্বদেশের সাহিত্য চর্চায় মধ্যে গণ্য করা হবে? কয়েকজন বাঙালি ও ভারতীয় লেখক ব্রিটেন ও আমেরিকায় ইংরেজি ভাষায় লিখে পুরস্কৃত হয়েছেন। বাঙালিদের মধ্যে ভারতী মুখার্জি, ঝুম্পা লাহিড়ী, বিক্রম সেথ ... ও অনেকে। সাউথ এশিয়া থেকে অরুন্ধতী রায়, হানিফ

কুরেশী, সালমান রুশদী, আরো অনেক খ্যাত অখ্যাত নাম আমরা জানি। এই খ্যাতির জন্য তারা নিজেদের জন্মগত পরিচয় এবং জাতীয় আইডেন্টিটি কি রক্ষা করতে পেরেছেন? জন্মগত পরিচয় অবশ্যই রক্ষা করতে পেরেছেন অনেকে, কারণ তাঁদের নাম পরিবর্তন করতে হয় নাই, কিন্তু জাতীয়তা অবশ্যই একটি বিভ্রান্তিকর প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে চলেছে। তারা আর ভারতীয় থাকতে পারেন নাই, তারা হয়ে গেছেন আমেরিকান সাউথ এশিয়ান, অথবা ব্রিটিশ সাউথ এশিয়ান। সমালোচকরা তাদের মধ্যে অভিবাসন, অতীতের ঔপনিবেশিক ইতিহাস, এমন কী পুঁজির সম্পর্ক খুঁজে পান, যেমন ঝুম্পা লাহিড়ীর *ইনটারপ্রেটার অফ ম্যালাডিজ* সম্পর্কে লিখতে গিয়ে একজন মন্তব্য করেন,

The life of Jhumpa Lahiri is the very prototype of diasporic literature. Having spent more than thirty years in the United States she still feels `a bit of an outsider'. Though she has confessed that her days in India are a `sort of paranthesis' in her life, the fact that she is at heart an Indian cannot be denied. The stories collected ... deal with the question of identity ... all Indians ... settled abroad are afflicted with a `sense of exile'...[10]

ঝুম্পা লাহিড়ীর জীবনটাই অভিবাসিত সাহিত্যের নমুনা। ত্রিশ বছর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেও সে নিজেকে 'একটু বহিরাগত' ভাবে। সে স্বীকার করে যে ভারতবর্ষে অতিবাহিত সময়টাতে সে সেখানে খুব একটা জড়িত ছিল না, তবুও একথা অনস্বীকার্য যে সে মনেপ্রাণে ভারতীয়। তার গল্পসংগ্রহ আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন তোলে ... সব প্রবাসী ভারতীয়রাই এক ধরনের ক্লেশে ভোগে যে সে বহিরাগত ...

(অনুবাদ আমার)।

আন্তর্জাতিকভাবে এই সকল অভিবাসিত লেখকদের সাহিত্য মূলধারায় নয়– অভিবাসিত সাহিত্য diasporic literature নামে একটি ভিন্ন সাহিত্যের ধারায় স্বীকৃত হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে খুবই পরিতাপের বিষয়, কারণ সাহিত্য সাহিত্যই – ভাষাকে বাহন করে তার সৃষ্টি – লেখকের ব্যক্তিগত ইতিহাস বা জীবন দিয়ে তা বিচার্য নয়। এইখানেই পুঁজিবাদি দেশের সাহিত্য পুরস্কারের ধ্বজাধারীদের প্রবাসীদের ভিন্ন আসনে বসানোর মনোভাব লক্ষণীয়। ফলে তারা এদের আত্মজও করছে না আবার মূল দেশের সাহিত্যেও স্বীকৃত হতে দিচ্ছে না।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার ও অভিবাসিত সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের খুব ভাগ্য যে বিংশ শতাব্দির শুরুতে অভিবাসিত সাহিত্য – diasporic literature নামের অস্তিত্ব ছিল না, তাহলে রবীন্দ্রনাথও নোবেল প্রাইজ পেয়ে একই দলে পড়তেন, তাকে আর আন্তর্জাতিক কবি বলা যেতো না। একই সঙ্গে একথাও সত্যি যে বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের অবদান না থাকলে শুধুমাত্র ইংরেজি এরঃধহলধষর বেশিদূর যেতো কী!

প্রবাসী সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন

বাংলা ভাষা নিয়ে আমাদের অনেক গর্ব, কিন্তু এই গর্ব থেকে আমরা যদি আত্মতুষ্টিতে (অতঃপর আত্মঘাতী ভাবনায়) ভেসে যাই তাহলে সেটা সঠিক কাজ হবে না। একথা সত্যি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেবার আন্দোলন ও যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এখন কি বাসি হয়ে যাচ্ছে? সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একসময় লিখেছিলেন,

বাঙ্গালী লক্ষণীয় সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু সেই সাহিত্য, জগতে এমন অপূর্ব কিছু বস্তু নহে; – তাহার প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে গোটা পঞ্চাশেক কি শতখানেক বৈষ্ণব পদ এবং কতকগুলি আখ্যায়িকা, এবং আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে কতকটা মধুসূদন কাব্যাংশ, বঙ্কিমের খানকয়েক উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গল্প এবং প্রবন্ধ ও অন্য রচনা–মাত্র এই কয়টি জিনিস আমরা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উপস্থিত করিতে পারি।[11]

এই বক্তব্যের সাথে পুরোপুরি একমত না হয়েও সন্দেহাতীত হওয়া যায় না। সত্যিই, আন্তর্জাতিক সাহিত্যের অঙ্গনে আমরা আর কী দিতে পেরেছি? আমাদের অনুকরণপ্রিয়তা এই স্বীকৃতি লাভের পেছনে ছোটা বললে কি ভুল হবে? বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ইংরেজি সাহিত্যের অনুকরণে সৃষ্টি করার প্রয়াস লক্ষণীয়। ইংরেজি সাহিত্যের বিবর্তন সম্পর্কে আমরা ওল্ড ইংলিশ, মিডল ইংলিশ ও আধুনিক ইংলিশ বলে তিনটি প্রধান বিভাজন পাই। লক্ষণীয় বাংলায় অনুরুপভাবে ওল্ড, মিডল ও আধুনিক বিভাজন করা হয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যে *পামেলা* প্রথম উপন্যাস বলে স্বীকৃত, আমাদেরও একটা 'প্রথম উপন্যাস' থাকা দরকার, সেজন্যই কি বাংলায় প্যারীচাদের *হুতুম প্যাঁচার নক্সা*কে সেই মর্যাদা দেওয়া হয়। ইলিয়াড ওডিসি'র অনুবাদের মতো আমাদেরও রয়েছে কৃত্তিবাসের *রামায়ণ*! উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের সাথে ওয়াল্টার স্কট, ভিক্টোর হিগোর তুলনা চলে। নাটকে অবশ্য শেকসপীয়ারের তুলনা দেখা যাচ্ছে না, তবে সমসাময়িক নাট্যকারদের সঙ্গে পাল্লা দেবার নাট্যকারের অভাব দেখি না।

প্রবাসের বাঙালি জনগোষ্ঠী এবং সেই সঙ্গে প্রথম প্রজন্মের সকল প্রবাসী নিজেদের সাংস্কৃতিক বলয় ডিঙিয়ে ভিন্ন সংস্কৃতি সম্পন্ন এলাকায় অভিবাসিত – তারা নিজেদের মধ্যেও ভিন্ন, তাদের মনোভাবও এক নয়। কিন্তু তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য একই– তার এক **নিরাশ জনগোষ্ঠী, তারা দ্বৈত মনোভাবাপন্ন এবং বেশী মাত্রায় আইডিয়লজিকেল (ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে একাত্ম)**।

প্রবাসে বাংলা সাহিত্য চর্চা বেঁচে আছে, ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণা থেকে – বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গ থেকে অনুপ্রেরণা টেনে নিয়ে। প্রবাসে কয়েকজন যারা মৌলিক রচনার ক্ষমতা রাখেন তারাও ধীরে ধীরে ক্ষীয়মান। টেকনোলজি, গ্লোবালাইজেশান কিছুই প্রবাসে

বাংলা সাহিত্য চলমান রাখতে ও বিকশিত করতে পারছে না, কারণ নিরাশত্ব, দ্বৈত মনোভাব, আইডিয়লজি ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের পেছনে ছোটার কর্মকাণ্ড অম্লান সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে মেলে না।

উপসংহার

আত্মতুষ্টি ও ভাবপ্রবণতা পরিহার করে দেখলে মনে হয় এখনও বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথাটি প্রযোজ্য।[১২] অবশ্য এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে "বিশ্বসাহিত্যের দরবারে" হাজির করার যে কলকাঠি ও গৃহীত করণের যে প্রক্রিয়া তার কোনটাই আমাদের নিয়ন্ত্রণে নাই। প্রবাসী বাংলা সাহিত্য রচয়িতা যারা তারা 'আন্তর্জাতিকতা'র কাছাকাছি অবস্থান করছে তারাও হয়তো ভাষা বদল করে একমাত্র *অভিবাসিত সাহিত্য* – *Diaspora literature* ক্ষেত্রেই স্থান পাবে। বাংলা সাহিত্যে অতি উজ্জ্বল তারকা অনেক – তারা জ্বল জ্বল করছে এই দেশেই, আন্তর্জাতিক সাহিত্যের বলয়ে তারা অনুপস্থিত – তাদের 'আন্তর্জাতিকতা' বলয়ে নিয়ে যেতে পারছি না আমরাই। এই অনুপস্থিতির কারণও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। এই বিষয়টি হয়তো এই প্রবন্ধের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত নয় বিধায় সেজন্য আমি কয়েকটি কারণ প্রবন্ধের শেষে দিচ্ছি।[১৩]

প্রবাসে বাংলা চর্চার মধ্যে শিক্ষায়তনিক বা একাডেমিক চর্চার কথা শুরুতে একবার উল্লেখ করেছি। সেসব নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্য চর্চায় অবদান রাখবে অথচ কত বছর ধবে ব্রিটেন, আমেরিকা ও অনেক দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পাঠক্রমে আছে সেখান থেকে দুয়েকজন বিদেশীর অবদান ছাড়া আর তো কিছু দেখছি না – সেসবের কিছু বাংলায় রচিত হলেও অধিকাংশই বিদেশী ভাষায়। আবার এখানে *অভিবাসিত সাহিত্য* – *Diaspora literature-এর* কথা এসে যাচ্ছে। আমার মনে হয় সব মিলে প্রবাসে বাংলা সাহিত্য চর্চা কোনমতেই অগ্রাহ্য করার বিষয় নয়, তবে উৎকৃষ্ট সাহিত্য চর্চা হচ্ছে কী না সেটাই সন্দেহ। অবশ্য সাহিত্যে উৎকর্ষ কী সেটাও প্রশ্ন – তবে আমি কোনওভাবেই আউডিয়লজিকেল সাহিত্যকে উৎকৃষ্ট বলে মেনে নেব না।

উপসংহারে আরো একটি বক্তব্য রেখে শেষ করছি। উন্নত বিশ্বে বিশেষ করে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ বিদ্যাপীঠে, সে-সব দেশের জাতীয় ও গণ গ্রন্থাগারে বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য পঠনের প্রচুর সুযোগ বিদ্যমান। এইসব দেশে স্থায়ী-অস্থায়ীভাবে বসবাসকারী বাঙালিদের মধ্যে অনেকেরই বাংলাভাষায় উত্তম দখল আছে এবং অনেকেই সাহিত্য রচনায় আগ্রহী হলেও তারা এখন পর্যন্ত মননশীল সাহিত্য, বড় কিছু আমাদের দিতে পেরেছেন এরকমের কোনও দাবীদার আজ পর্যন্ত আমি দেখি নাই। অথচ এই সব দেশে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পঠন ও চর্চার সুযোগ আছে, সেখানে নতুন নতুন ভাবধারা ও ভাবনা চিন্তা চলমান, প্রতিনিয়ত আন্তর্জাতিক সাহিত্য অঙ্গনে বিচরণ করা যায় – তার পরেও তৃতীয় বাংলা বলে অভিহিত এই প্রবাস থেকে কেন আশানুরূপ কিছু পাই না? এর কারণ অনুসন্ধান আর এক গবেষণার বিষয় হতে পারে, তবে এখানে আমার অতীতের দৃষ্টিপাত ও অভিবাসন সম্পর্কে গবেষণা[১৪] থেকে এটুকু বলতে পারি এই অক্ষমতার জন্য অভিবাসনের হীনম্মন্যতা (যা প্রচলিত পুঁজিবাদ ও অতীতের ঔপনিবেশিকতার অভিশাপ বললে অত্যুক্তি হবে না) দায়ী। তবে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যদি প্রবাসী বাঙালি তাদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হন ও আত্মতুষ্টির কল্পনাবিলাস ও আইডিয়লজি থেকে মুক্ত হতে পারে তবে আমরা অচিরেই প্রবাসে উন্নত মানের বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি, চর্চা ও অনুসরণ অবলোকন করব।

---

[১]লন্ডন: দ্য এথনিক মাইনরিটিজ অরিজিন্যাল হিস্ট্রি এন্ড রিসার্চ সেন্টার, ২০০২। বাংলাদেশে পরিবেশক জোৎস্না পাবলিশার্স

[২]*তৃতীয় বাংলা*, ১৯৯৫। বাংলা সাহিত্য পরিষদ, যুক্তরাজ্য। কাদের মাহমুদ, 'বিলাতের বাংলা কথাসাহিত্য'; ফজলুল আলম, 'পরবাস ও বাংলা সাহিত্যচর্চা'।

[3]problematic শব্দটির সমাজ বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা, The Dictionary of Sociology, revised ed. 2001

[৪]যদিও নামে স্বে ছা দেওয়া হয়েছে, আদতে কিন্তু কোন লেবার মাইগ্রেশান স্বেচ্ছায় হতে পারে না –কারণ পুঁজির প্রয়োজনে তাদের জন্য প্রবাসের দরোজা খুলে দেওয়া হয়েছে।

[৫]মার্কসের বিলাতে স্থায়ীভাবে চলে যাওয়াতে যে ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীতে তার নজির পাওয়া দুরূহ, তবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু বাঙালি রাজনৈতিক কারণে বিলাতে/ইউরোপে/আমেরিকায় চলে গিয়ে কিছু সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস নিয়েছেন, হয়তো ভবিষ্যতে সেসব প্রকাশিত হবে।

[৬]অতীতের ঔপনিবেশিকতার সঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনের সম্পর্ক সর্বত্র সরাসরি না হলেও ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে ইংরেজি (আমেরিকান ইংরেজি সহ) ভাষাভাষি দেশগুলোতে অভিবাসনের উ চহার থেকে বোঝা যায় যে ঔপনিবেশিক শক্তির ভাষার প্রভাবে সেটা সম্ভব হয়েছে। আলজেরিয়া থেকে শুধুমাত্র ফ্রান্সে অভিবাসনের সংখ্যাধিক্য লক্ষণীয় – এরকম হয়েছে যে ফরাসীভাষাভাষি উন্নত দেশ পৃথিবীতে কম।

[7] Statistically unverified data

[8] Fazlul Alam. Migration and social relations. PhD thesis, University of Birmingham 1995.

[9] dRjj Avjg, Ô AvBwWqjwRÕ| *mvßvwnK 2000*, C` we‡kl msL¨v b‡f¤i 2004

[10] A Choubey.(2005) Food as metaphor ... Internet

[১১] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। *ভারত সংস্কৃতি*, ৩য় সংস্করণ, ১৪০০ বাং

[১২]সুনীতিকুমারকে ঝট করে বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ধৃতি করার ফলাফল ভাল নাও হতে পারে, সুতরাং এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে তিনি এই বক্তব্যের পরে পরেই উৎকৃষ্ট বাংলা সাহিত্য ও সেসবের রচয়িতাদের দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন।

[১৩]কারণগুলো হতে পারে: - *বিদেশী/আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অভাব:* লক্ষণীয় যে বিদেশী/আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ছাড়া বাংলা সাহিত্য খুব স্বল্পই আন্তর্জাতিক সাহিত্যের বলয়ে পৌঁছাতে পেরেছে, যেমন বঙ্কিম পেয়েছিলেন ঔপনিবেশিক সরকারর সহযোগিতা, রবীন্দ্রনাথ তার বিলাতে শিক্ষাঅর্জনের সময়ের সাহিত্য সম্পর্কগুলোর সহায়তা পেয়েছিলেন (যথা, ডব্লিউ বি ইয়েটস), জসীমউদ্দীনের *সোজন বাদিয়ার ঘাট* ইংরেজিতে *Gypsy Wharf* অনুবাদে ইউনেস্কোর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া প্রকাশিত হতো না; - *আমাদের প্রকাশকদের সীমিত ক্ষমতা; - লেখকদের অন্তরীণ কলহ ও অন্য লেখকদের রচনার বিরূপ সমালোচনা; - বাংলা-ইংরেজি দুই ভাষাতে দক্ষ অনুবাদকের অভাব*

[14]op cit 8, 9 Ges Fazlul Alam(1988), *Salience of Homeland*, Coventry,UK: University of Warick.

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস Lv‡"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম

ফোন : ৯১১৩৭৭১, ০১৭১৩৮৭৩৫৪, ০১৭১৯০৭৪৭৪